সংবাদ

তারিখ 07 APR 2017 পৃষ্ঠা ... কলাম ...

এনসিটিবি'র পাঠ্যবই

'বঙ্গবন্ধুর নামের বিকৃতি মেজর ভুল নয়'

— অতিরিক্ত সচিব

রাকিব উদ্দিন

শিক্ষামন্ত্রীর সামনেই পাঠ্যবইয়ে বঙ্গবন্ধুর নামের বানানের বিকৃতির পক্ষে সাফাই গাইলেন মন্ত্রণালয়ের এক অতিরিক্ত সচিব। আর এই বিকৃতি সংশোধনের প্রস্তাব তুলে ধমক খেলেন কর্মকর্তারা। প্রভাবশালী কর্মকর্তাদের দায়িত্বহীন কর্মকাণ্ডের কারণে শিক্ষার্থীরা এখনও বঙ্গবন্ধুর মায়ের নাম ভুল শিখছেন। কিন্তু যারা জাতির জনক বঙ্গবন্ধু ও তার মায়ের নাম বিকৃত করেছে তাদের কোন শাস্তি হয়নি। উল্টো এসব ভুল ও বিকৃতি যারা চিহ্নিত করেছেন, তাদের শাস্তির মুখোমুখি হতে হচ্ছে।

এই ধরনের নৈরাজ্যের কারণে পাঠ্যপুস্তক মুদ্রণের দায়িত্বে থাকা জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ডের (এনসিটিবি) অনেক কর্মকর্তা এখন খোদ বোর্ডে চাকরি করতেই অনীহা প্রকাশ করেছেন। এ নিয়ে এনসিটিবিতে চরম অস্থিরতা বিরাজ করছে। কর্মকর্তাদের মধ্যে গ্রুপিং-দলাদলি সৃষ্টি হচ্ছে। কিন্তু পাঠ্যবইকে যারা সাম্প্রদায়িকীকরণে রূপ দিয়েছে সেই হোতারা বহাল তবিয়তেই রয়েছেন।

২০১৭ শিক্ষাবর্ষে অষ্টম শ্রেণীর 'বাংলাদেশ ও বিশ্বপরিচয়' বইয়ের ১৬ পৃষ্ঠায় '২৫এ মার্চের নারকীয় হত্যাযজ্ঞ'র প্যারায় 'বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের' পরিবর্তে 'বঙ্গবন্ধু শেষ মুজিবের' ছাপানো হয়েছে।

তৃতীয় শ্রেণীর 'বাংলাদেশ ও বিশ্বপরিচয়' বইয়ের দশম অধ্যায়ে 'আমাদের জাতির পিতা বঙ্গবন্ধুর শিক্ষা ও সংগ্রামী জীবন' এ বঙ্গবন্ধুর মায়ের নাম লেখা হয়েছে, 'সায়েরা বেগম', যা সঠিক নয়। বঙ্গবন্ধুর অসমাপ্ত আত্মজীবনী বইয়ের ৮ পৃষ্ঠায় বঙ্গবন্ধু তার মায়ের নাম লিখেছেন, 'সায়েরা খাতুন'।

অষ্টম শ্রেণীর 'বাংলাদেশ ও বিশ্বপরিচয়' বইটি ৭৮টি লটে বিভক্ত করে মোট ২৭ লাখ ৫৭ হাজার ৫১৮ কপি মুদ্রণ করে সারাদেশে বিতরণ করা হয়েছে। এই বিষয়ে একটি সংশোধনপত্র পাঠানোর জন্য এনসিটিবির এক কর্মকর্তা একটি নথি উপস্থাপন করলে সংস্থার উর্ধ্বতন কর্মকর্তারা উল্টো ক্ষেপে যান।

ওই নথিতে এনসিটিবির চেয়ারম্যান অধ্যাপক নারায়ণ চন্দ্র সাহা মন্তব্য করেছেন, 'বিষয়টি খুবই গুরুত্বপূর্ণ এবং দুঃখজনক, প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য মন্ত্রণালয়কে অবহিত করা হচ্ছে। তবে, নথিটি এখতিয়ার বহির্ভূতভাবে কেন উপস্থাপন করা হলো এবং বোর্ড সভায় উপস্থাপন না করে কেন তোলা হলো- তার ব্যাখ্যা দিন।'

জানা গেছে, শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদ গতকাল দুপুরে মতিঝিল পাঠ্যপুস্তক ভবনে পরিদর্শনে গেলে সংস্থার একাধিক বঙ্গবন্ধুর : পৃষ্ঠা : ১৫ ক : ৪

বঙ্গবন্ধুর : নামের

(১ম পৃষ্ঠার পর)

কর্মকর্তা বঙ্গবন্ধু ও তার মায়ের নামের বিকৃতির প্রসঙ্গ উপস্থাপন করেন। এ সময় শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের একজন অতিরিক্ত সচিব এনসিটিবি কর্মকর্তাদের ধমক দিয়ে বলেন, 'এগুলো মেজর ভুল নয়। এগুলো পরে দেখা যাবে।'

নাম প্রকাশ না করার শর্তে এনসিটিবির একাধিক কর্মকর্তা সংবাদকে বলেন, 'সাবেক স্বৈরশাসক, যুদ্ধাপরাধী কিংবা বিতর্কিত কোন ব্যক্তির নাম কখনো পাঠ্যবইয়ে বিকৃত করে ছাপানো হয়নি। তাহলে বঙ্গবন্ধু ও তার মায়ের নাম বিকৃত হবে কেন? নিশ্চয়ই এর পেছনে গলদ রয়েছে। তাছাড়া যারা এসব বইয়ের বানান সংশোধনের দায়িত্বে ছিলেন, তাদের শাস্তি হবে না কেন? কারণ ওইসব কর্মকর্তা প্রভাবশালী ব্যক্তি ও কর্মকর্তার আত্মীয়স্বজন।'

এদিকে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তারা জানান, পাঠ্যপুস্তকে ভুল-ত্রুটির অভিযোগে গত ৪ ও ৫ এপ্রিল এনসিটিবির ছয় কর্মকর্তাকে বদলি করার কারণে সংস্থাটিতে এক ধরনের আতঙ্ক বিরাজ করছে। আবার যেসব কর্মকর্তা গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্বে থেকে পাঠ্যবইকে সাম্প্রদায়িকীকরণ করেছেন, তারা এর দায়-দায়িত্ব অন্যের ঘাড়ে চাপিয়ে নিজেরা আরও লোভনীয় পদ ভাগিয়ে নেয়ার চেষ্টায় লিপ্ত রয়েছেন। এজন্য সংস্থার প্রায় এক ডজন কর্মকর্তা এখন এনসিটিবি থেকে বদলি হওয়ার চেষ্টা করছেন।

এনসিটিবি'র বিতরণ নিয়ন্ত্রক মোশতাক আহমেদ ভূঁইয়া তাকে অন্যত্র বদলি করার জন্য গতকাল শিক্ষামন্ত্রীর কাছে প্রস্তাব করেন। এ কর্মকর্তা গত কয়েক বছর ধরেই বছরের শুরুতে সারাদেশে পাঠ্যবই বিতরণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখে আসছেন। এখন সংস্থার একটি শক্তিশালী সিন্ডিকেট তাকে সরাতে মরিয়া। জানা গেছে, চলতি শিক্ষাবর্ষের বইয়ের কনটেন্ট তৈরির জন্য মোট ৭৭ জন বিষয়ভিত্তিক বিশেষজ্ঞ দায়িত্ব পালন করেন। এর মধ্যে এনসিটিবির নিজস্ব ৬৪ জন কর্মকর্তার মধ্য থেকে দায়িত্ব পালন করেন ৫২ জন এবং প্রাথমিক শিক্ষা অধিদফতরের চার কর্মকর্তা এনসিটিবিতে সংযুক্ত অবস্থায় দায়িত্ব পালন করেন। আর ১৮ জন বিশেষজ্ঞ শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের একটি প্রকল্পের এবং বাকি দু'জন এনসিটিবির আর্টিস্ট কাম ডিজাইনার।

২০১৭ শিক্ষাবর্ষে প্রাথমিক থেকে মাধ্যমিক শিক্ষার স্তর পর্যন্ত মোট ৩৬০টি বিষয়ের বই ছাপানো হয়েছে। নতুন শিক্ষাবর্ষে সারাদেশের মোট চার কোটি ২৬ লাখ ৩৫ হাজার ৯২৯ জন ছাত্রছাত্রীর কাছে বিতরণ করা হয়েছে ৩৬ কোটি ২১ লাখ ৮২ হাজার কপি পাঠ্যবই।